

## মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৫১৭১

পর্ব-২৬: মন-গলানো উপদেশমালা (كتاب الرقاق)

পরিচ্ছেদঃ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

### الفصلُ الثّنِيُّ

আরবী

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَخَذَ عَنِي هَوْلَاءَ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعْلَمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟» قُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْذُ بِيَدِي فَعَدَ خَمْسًا فَقَالَ: «أَتَقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ وَأَحْسَنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْتَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

سند ضعيف ، رواه احمد (2305) و الترمذى (8081) ح 310 / 2 \* ابو طارق مجھول و الحسن البصري مدلس و عنون -  
(ضعيف)

বাংলা

৫১৭১-[১৭] আবু হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : কে এ বাক্যগুলো আমার নিকট হতে গ্রহণ করবে? অতঃপর নিজে সে মতো আমল করবে অথবা এমন ব্যক্তিকে শিখিয়ে দেবে যে সে অনুযায়ী আমল করে। আমি বললাম : আমি হে আল্লাহর রাসূল! এরপর তিনি (সা.) আমার হাত ধরে পাঁচটি গণনা করলেন। তিনি (সা.) বললেন : ১. আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হতে বেঁচে থাকো, এতে তুমি হবে মানুষের মাঝে উত্তম ইবাদাতকারী, ২. আল্লাহ তোমার তাকদিরে যা বন্টন করেছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে, এতে তুমি হবে মানুষের মাঝে সর্বাপেক্ষা ধনবান, ৩. তোমার প্রতিবেশীর সাথে সন্দৰ্ভহার করবে, এতে তুমি হবে পূর্ণ ঈমানদার, ৪. নিজের জন্য যা পছন্দ করো মানুষের জন্যও তা পছন্দ করবে, তখন তুমি হবে পূর্ণ মুসলিম এবং ৫. বেশি হাসবে না; কেননা বেশি হাসি অন্তরকে মেরে ফেলে। (আহমাদ ও তিরমিয়ী এবং তিনি বলেছেন : হাদীসটি গরীব)

## ফুটনেট

হাসান : তিরমিয়ী ২৩০৫, মুসনাদে আহমাদ ৮০৮১, সহীল জামি ১০০, সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ২৩৪৯, সিলসিলাতুস সহীহাহ ৯৩০, আবু ইয়া'লা ৬২৪০, শুআবুল ঈমান ১১১২৮, আল মু'জামুস্ সগীর লিত্ব তবারানী ৮৮৮, আল মু'জামুল আওসাত্ত ৭০৫৪।

## ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা : (أَتَقِ الْمَحَارِمَ) অর্থাৎ তোমার ওপর আল্লাহ যা হারাম করেছেন তাতে জড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সাবধান থাক।

আল্লাহ তোমাকে যে অংশ দিয়েছে তাতে রাজি থাক, তাহলেই তুমি সবার চাইতে ধনী হতে পারবে। অর্থাৎ আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যা রেখেছেন তাতো আল্লাহ তোমাকে দিয়েছেনই, তাই তুমি এতেই সন্তুষ্ট থাকো তবেই তুমি সর্বাধিক ধনী বলে বিবেচিত হবে। কেননা যে ব্যক্তি তার জন্য নির্ধারিত অংশ পেয়েই সন্তুষ্ট হতে পারে যদিও তা পরিমাণে কম হয় তাহলেই সে অন্যের হাতে যা আছে তার প্রতি লোভ করে না। এতে সে অন্যের মুখাপেক্ষী না হওয়াই ধনী হওয়ার প্রমাণ।

(وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكَ تُمِيتُ الْقَلْبَ) এখানে হাসির সাথে অন্তরের মৃত্যুর সম্পর্ক হলো এই, মৃতের ব্যক্তির অন্তরে যে রকম আল্লাহর যিক্রি-আয়কার, ভয় বা ইবাদাত-বদেগীর কথা স্মরণ থাকে না বা অনুভূতি জন্মায় না, অনুরূপ অধিক হাসির কারণে সীমাহীন আনন্দে মন থাকায় আল্লাহর যিক্রি-আয়কার, ভয় বা 'ইবাদতের কথা স্মরণ থাকে না। (তুহফাতুল আহওয়ায়ী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ২৩০৫, মিরকাতুল মাফাতীহ)

হাদিসের মান: হাসান (Hasan) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি □ বর্ণনাকারীঃ আবু হুরায়রা (রাঃ)

Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=85151>

৬ হাদিসবিড়ির প্রজেক্টে অনুদান দিন